দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT. 03 2006 ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫ ...

উত্তরাঞ্চলের প্রাইমারি শিক্ষা কার্যক্রমে অনিয়ম ও অব্যবস্থার অভিযোগ

॥ রংপুর সংবাদদাতা ॥

উত্তরাঞ্চলে প্রাইমারি শিক্ষা কার্যক্রমের নামে চলছে হরিলুট কারবার। অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও অবহেলায় প্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রমে কোন পরিবর্তন আসেনি। এর ফলে দিন দিন প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। শিক্ষকদের মানসিকতার পরিবর্তন না হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হলেও কাংক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন অভিযোগে জানা যায়, প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যায়নরত যে পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী খাতা কলমে দেখানো হয়, বাস্তবে তা অনেক কম। গ্রামের স্কুলগুলোর অবস্থা বেশি নাজুক। কোন কোন গ্রামে একাধিক প্রাইমারী স্কুল থাকলেও উত্তরাঞ্চলের অনেক গ্রামে স্কুল নেই। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় ১৭ হাজার ৪৬৬টি সরকারি-বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলের কার্যক্রম চলছে। এর মধ্যে সরকারি প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৯ হাজার ২৬২টি, রেজিষ্টার্ড বেসরকারি প্রাইমারী স্কুল ৭ হাজার ১৬টি, আন-রেজিষ্টার্ড স্কুল ৯৬২টি এবং উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ২২৬টি। গত বছরের হিসাব অনুযায়ী স্কুলে গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা ৪৭ লাখ ৮০ হাজার ১৮৯ জন। কিন্তু ভর্তি দেখানো হয়েছে ৪৪ লাখ ৪২ হাজার ৮৯৯ জনকে। সে অনুযায়ী গোটা উত্তরাঞ্চলে ৩ লাখ ৩৭ হাজার ২৯০ জন শিশু স্কুলে যায় না। স্কুলে ভর্তি হওয়া শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা ৩৫ ভাগ এবং অনিয়মিত স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা ২২ ভাগ।

সূত্র জানায়, রংপুর জেলার কাউনিয়া, পীরগাছা ও গঙ্গাচড়া উপজেলায় অনেক প্রাইমারী স্কুলে অনিয়ম চলছে। একই অবস্থা গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা, ফুলছড়ি ও সুন্দরগঞ্জে। কুড়িগ্রামের রাজিবপুর, চিলমারী, রাজারহাট ও উলিপুর। নীলফামারীর ডোমার, ডিমলা ও কিশোরগঞ্জ। বগুড়ার সারিয়াকান্দি, ধুনট, সোনাতলা ও শেরপুরে। সিরাজগঞ্জের কাজিপুর, চৌহালী, বেলকুচি ও শাহজাদপুর এবং পাবনা জেলার সুজানগর বেড়া ও সাঁথিয়া উপজেলার সহস্রাধিক সরকারি প্রাইমারী স্কুলে নিয়ম বহি-

(১৬শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

উত্তরাঞ্চলে প্রাইমারি

(১৫শ পৃঃ পর)

র্ভূত ভাবে চলছে। একই স্থানে ৫শ থেকে ১শ' গজের মধ্যে এইসব স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় স্কুল স্থানান্তর করে পরিচালিত হচ্ছে। সরেজমিনে দেখা যায়, কিছু গ্রামের স্কুল থাকলেও তাতে ছাত্র-ছাত্রী নেই। আবার কোন কোন স্কুলের একটি ভাঙ্গা ঘর রয়েছে। সেখানে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী কেউ আসে না। তারা বসে থেকেই বেতন-ভাতা নিচ্ছেন।